এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

হ্যালো

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৯

একত্রিংশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

আলো

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৯

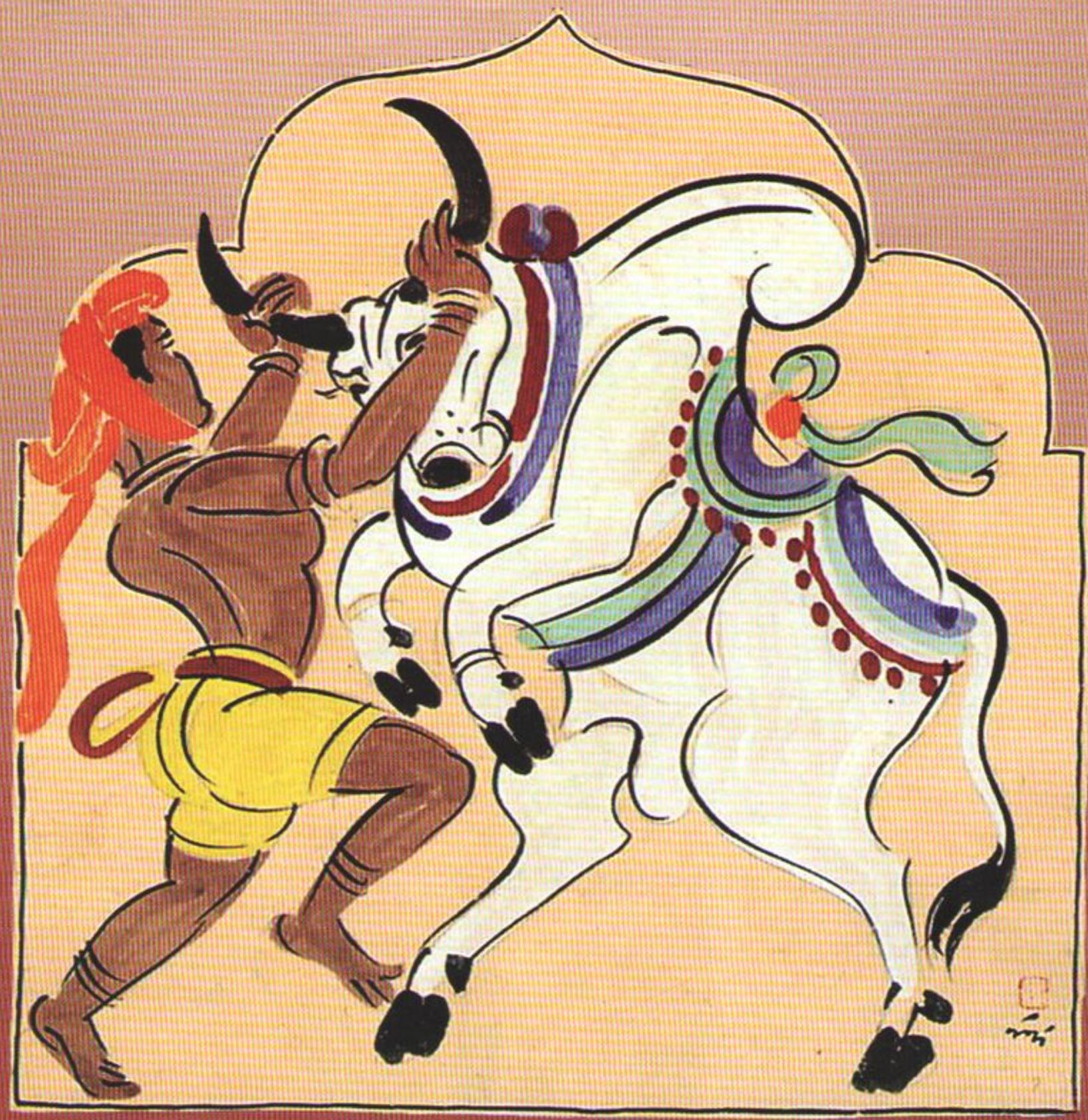

সম্পাদক ঃ অম্লান দে

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল

- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯

আলো একত্রিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েষ্ট বেঙ্গল - এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-

মনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রণব দত্ত, অলোক গুপ্ত, অরিন্দম বক্সী, অজিত দত্ত,
বিশ্বজিৎ মাইতি, কৃশানু দেব, আশিস গুপ্ত

-ঃ সম্পাদক ঃ-

অম্লান দে

সূচীপত্র

১) সম্পাদকীয় ১

২) উত্তর সম্পাদকীয় ৪

৩) এখন সময় :
মনোরঞ্জন চৌধুরী ৬

৪) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১১

৫) সমিতিগত তৎপরতা ১৪

৬) বৃত্তিগত প্রসঙ্গ ১৭

৭) স্মরণ ২২

প্রচ্ছদ - চিত্র : **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

পৃষ্ঠ প্রচ্ছদ - চিত্র : **নন্দলাল বসু**

সম্পাদকীয়

যে পাহাড়গুলি ডিঙোতে চাই

গোটা দুনিয়া জুড়ে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে সদ্যসমাপ্ত ভারতের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কোন ব্যতিক্রমী উদাহরণ তুলে ধরতে পারেনি, একথা যেমন সত্য ঠিক একইভাবে 'নয়া উদারনীতি'র যুগে প্রবিষ্ট পুঁজিবাদের যে সংকট তাকে আড়াল করার প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত 'উগ্র দক্ষিণপন্থা'র দাওয়াই সংকটগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে আগামীদিনে কোন দিশা দেখাতে পারবেনা সেকথাও দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। প্রসঙ্গতঃ নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে বামপন্থী শক্তির ক্ষয়কে 'বামপন্থা'-র আসরতা বলে প্রতিপাদন করার প্রচেষ্টায় যাঁরা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছেন তাঁরা বস্তুতঃ জনগণের জীবন-জীবিকার মুল দাবীগুলিকে লঘু এবং অপ্রাসঙ্গিক করে দেখানোর মধ্য দিয়ে সংকট-এর

স্বরূপকে আড়াল করার অপপ্রয়াসেই ইন্ধন যোগাচ্ছেন। কর্পোরেট মিডিয়া তার শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার তাগিদ থেকেই এই 'মহান' প্রকল্পসমূহ রূপায়িত করে চলেছেন, সামাজিক পরিসরে 'সোশ্যাল মিডিয়া' সহ বিবিধ সংগঠনের মধ্যবর্তিতায় কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের সূত্রে নির্মিত হচ্ছে অলীক ভাবজগৎ। 'তথ্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর দৌলতে নির্দিষ্টভাবে ছকে দিতে চাইছেন আপনার, আমার, ভবিষৎ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্খা মূল্যবোধের বয়ান। তবে কি এই অলাতচক্রে নিমজ্জনই আমাদের নিয়তি? সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে কোন 'বিকল্প' ভাষ্য প্রতিনির্মাণে আমাদের কোন দায়ই আর অবশিষ্ট নেই? সংকটকে তার স্বরূপে চিহ্নিত করতে না পারলে পরিত্রাণের 'রোডম্যাপ' তৈরির কাজটিও যে বস্তুতঃ শুরুই করা যাবে না, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেই সেই ধ্রুবপদটি স্মরণ করার গুরুত্ব তাই নতুন করে প্রতিভাত হচ্ছে।

বিপুল জনাদেশ প্রাপ্ত হয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার তার দ্বিতীয়বারের কার্যকালের যাত্রারম্ভ করেছেন। মোদী সরকাররের বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক নীতি সমূহের যে সমালোচনা বিরোধীরা বা অর্থনীতিবিদ্‌রা করেছিলেন তা এই নির্বাচনী সাফল্যের ফলাফলে নস্যাৎ হয়ে গেছে, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। গত ২৩ শে মে নির্বাচনের ফল বেরোনোর পরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য সরকার প্রকাশ করেছে, যা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এই ঢক্কানিনাদের অন্তঃসারশূন্যতাকেই তুলে ধরে; সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে ২০১৭-১৮ সালে ভারতের বেকারত্বের হার ৬.১ শতাংশ ছুঁয়েছে যা বিগত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। কর্মসংস্থানের করুণ চিত্র এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, নোটবন্দী এবং জি এস টির প্রকোপে অসংগঠিত ক্ষেত্র এবং ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি সংগঠিত হয়েছে, তার দরুণ পরিস্থিতি আরো দুর্বিষহ হয়েছে। প্রকাশিত তথ্য থেকে এও দেখা গেছে যে ২০১৮-১৯ সালে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.৬ শতাংশ যা' ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৬.৯ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কৃষিতে আয় দ্বিগুণ করবেন-পরিসংখ্যান বলছে ২০১৮-১৯ সালে কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২.৯ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৫ শতাংশ। অন্যদিকে সরকারী পরিষেবা, খনিকেন্দ্রিক উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরো ব্যবসার মতন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার নিম্নগামী। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে কর সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যা' সরকারের বাজেট ঘাটতিকে বাড়িয়ে তুলেছে, যা' ঢাকা দেওয়ার জন্য সরকারী ব্যয় বরাদ্দের কাটছাঁট করে বিপুল খরচ সংকোচনের মাধ্যমে সরকারী কোষাগার সংক্রান্ত দুর্বলতাগুলিতে চাপা দেওয়ার কসরৎ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি কর্পোরেট রাঘববোয়ালদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী কর, আত্মসাৎ করা ব্যাঙ্কঋণ উদ্ধারে সদিচ্ছাপ্রসূত উদ্যোগের কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না।

এহেন পরিস্থিতিতে একটি দক্ষিণপন্থী কর্পোরেট বান্ধব জনবিরোধী সরকার যা' করতে পারে মোদী -২ সরকার যে সেই পথেই হাঁটার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! নীতি আয়োগের প্রধান সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে আগামী ১০০ দিনের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে বা বেসরকারি করণ করা হবে। জনাদেশের

ছাড়পত্র নিয়ে ব্যাপক আর্থিক সংস্কার-এর পথেই সরকার দ্রুত অগ্রসর হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রম আইনকে পরিবর্তন করে শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা হবে, আন্তর্জাতিক বিদেশী পুঁজির কাছে আকর্ষনীয় বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার জন্য সরকারি জমিকে বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, জল জঙ্গল সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারকে পরিণত করা হবে কর্পোরেটদের যথেচ্ছ মৃগয়াক্ষেত্রে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপরেও নেমে আসবে ব্যাপক আক্রমণ। বস্তুতঃ দেশের কমতে থাকা বৃদ্ধির হার এবং মন্দাবস্থা থেকে বেরোনোর মতন নীতি গ্রহণ করা এই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। নয়া-উদারনীতিক অর্থনীতির কান্ডারিরা মনে করে যে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য বাজার উন্মুক্ত করলে এবং শ্রমিক কৃষকদের অধিকার খর্ব করে তাদের কর্পোরেটদের দাসে পরিণত করলেই অর্থব্যবস্থার সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু ২০০৮ সালের সংকটের পরে শত চেষ্টা করে ও পুঁজিবাদ এখনও সমস্যামুক্ত হতে পারে নি। ফলতঃ মোদী সরকারের বিদেশী পুঁজি ও দেশি কর্পোরেটদের তোষণ বাড়বে, কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা কমবে না, কারণ পুঁজিবাদী সংকট এখনও তার উত্তরণের পথ গোটা বিশ্বেই খুঁজে পায়নি। তাই আগামী দিনে তীব্র হবে শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ, বাড়বে বেকারত্বের জ্বালা, কৃষকদের আত্মহত্যা। জনগণের এই সংকট থেকে নজর ঘোরাতে সমস্ত বিতর্ককে ঠেলে দেওয়া হবে হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদের দিকে, সুকৌশলী বিভাজন ও বিভেদের রাজনীতিকে কাজে লাগানো হবে নাগরিক অধিকার রক্ষার 'ইস্যুকে সামনে রেখে। এখানেই 'নেতা' বা 'নেত্রী' ভজনার, ভাবমূর্তি নির্মাণের রাজনীতির পাল্টা নীতিনির্ভর গ্রহণযোগ্য 'বিকল্প'-এর প্রগতিশীল রাজনীতির ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে জনজীবনের মৌল সমস্যাগুলি দূর করার প্রশ্নে। মেহনতী মানুষের মাঠে ময়দানে ঐক্যবদ্ধ লড়াই আন্দোলনের স্রোতকে আরো দুর্বার করে গড়ে তোলার পাশাপাশি চিন্তার জগতেও বদ্ধাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সচেতন সংগ্রামে একইসঙ্গে সামিল হতে হবে সমস্ত প্রাগসর চিন্তার মানুষজনকে। 'মিডিয়া'র চোখে 'অপ্রাসঙ্গিক' হয়ে যাওয়া বামপন্থীদেরই আগামীদিনে নেতৃত্ব দিতে হবে এই লড়াইয়ে।

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের এই আবহে আমাদের রাজ্যের অবস্থাটা আরো জটিলতাময়। 'পরিবর্তন' উত্তর পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন শাসকদলের ক্রমান্বয়িক গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করার সমস্ত অপপ্রয়াস, মাফিয়াতন্ত্র ও লুম্পেনতন্ত্রের বাড় বাড়ন্ত, 'প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা'-র বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণকে কলুষিত করা, প্রভাবশালীদের মদতে দুর্নীতির সর্বব্যাপিতা - সবমিলিয়ে একটা নীরন্ধ্র নৈরাজ্যের পরিবেশ। খেটে-খাওয়া মানুষের দাবী-দাওয়া উপেক্ষিত, বঞ্চনার ক্ষোভকে ঢাকা দিতে ডোল খয়রাতির অপরিকল্পিত 'প্রসাদ' বিতরণ, পুলিশ প্রশাসনকে ঠুঁটো জগন্নাথ'-এ পরিণত করার ফলস্বরূপ সাধারণভাবে আইন শৃংখলা পরিস্থিতিরদ্রুত অবনতি, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য - সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও বিপুল বঞ্চনার শিকার। পে-কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ, বকেয়া ডি এ-র দাবী জনপরিষেবার কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের নিশ্চয়তা সৃষ্টি সহকর্মচারীদের ন্যায় সংগত কোন দাবীই যথাযথ অভিনিবেশ

সহকারে বিবেচিত হচ্ছে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী দাওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব হয়রানি মূলক বদলির শিকার হচ্ছেন, সমস্ত কর্মচারীদের ন্যায্য দাবীদাওয়া, হকের পাওনা নিয়ে মুখ খোলার 'অপরাধ'-এ কর্মচারী নেতৃত্ব কর্তৃপক্ষের রোষানলের সম্মুখীন হচ্ছেন, সরকারী কর্মচারীদের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

ক্যাডারগত পরিসরে সাধারণভাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজের সঙ্গে আমরাও আক্রান্ত। প্রশাসনিক কাজ করতে গিয়ে বারে বারে আধিকারিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের যথার্থ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ভূমি সংস্কার প্রশাসনকে আরো জনমুখী ও গতিশীল করার স্বার্থে আর ও, এস. আর ও-২, এস. আর. ও-১ মধ্যবর্তী স্তরের এই আধিকারিকদের সমন্বয়ে 'সার্ভিস' গঠনের যে দাবী সমিতিগত ভাবে উত্থাপিত হয়েছে, তার সদর্থক রূপায়ণে সরকারের কোন হেলদোল নেই। জনপরিষেবাকে দ্রুতলভ্য করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে ও সরকারের ঘোর অনীহা। কেবলমাত্র 'ফতেয়া' জারি করে 'এ্যাডহক্' ভিত্তিতে 'টার্গেট' বেঁধে দেওয়ার মধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমস্ত দায়-দায়িত্ব শেষ। এই অসহনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা, হক্ কথা সোচ্চারে বলবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ থেকেই 'সংগঠন'কে আগামীদিনে আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ক্যাডার ঐক্যকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করেই। যে বাধার পাহাড়গুলি আমাদের সামনে তাকে যত দুর্লঙ্ঘ্যই মনে হোক, তাকে ডিঙোতে চাওয়ার স্পর্ধা ও আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, পিছু হটার কোন সুযোগ নেই, 'নো পাসারন'।

উত্তর-সম্পাদকীয়

শিরোনাম 'নেই'

"Fair is Foul, Foul is Fair"-ম্যাকবেথের এই শব্দবন্ধ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ চিত্র, সবিস্তারে বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভুলে ঐক্যবদ্ধ লড়াই যে মাটির ইতিহাস, সংকেত, ঐতিহ্য সেই পশ্চিমবঙ্গ আজ দাঁড়িয়ে আছে কদর্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাস্তায়।

রাম, রহিম এর লড়াই, পরিচিতি সত্বার সঙ্কীর্ণ রাজনীতির যে রাস্তায় এক দশক আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল-সেই রাস্তা-ই এখন শেষ হতে চলেছে বিভেদের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন গতি বা ছন্দ হারায় তখন মাথা তুলে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িকতা উগ্রজাতীয়তাবাদের মতো মানবিকতার বিক্ষুব্ধ শক্তি, আবার এই শক্তিগুলি যখন মাথা তোলে তার

প্রভাবে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন গতি হারিয়ে সঙ্কীর্ণতার কানাগলিতে পথ হারায়। তখন দাপিয়ে বেড়ায় নেতিবাচক শক্তি।

নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর হিংসা-র প্রত্যক্ষদর্শী পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ বিশ্লেষণ লেখকের উদ্দেশ্য নয়; এই পরিসরে তা সম্ভবপর নয়। শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মচারী সর্বত্রই নেতির প্রবাহ অব্যাহত, সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা স্বচ্ছতা সবই প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। কলেজে উচ্চশিক্ষায় ভর্ত্তির দুর্নীতি দিয়ে যা শুরু হচ্ছে নিয়োগের অস্বচ্ছতা-র মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে চলেছে এক সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে। কর্মসংস্থানে শেষের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে এই রাজ্য, স্বচ্ছ নিয়োগ হোক বা বিনিয়োগ সবেতেই পশ্চাদগামী হয়ে চলেছে আর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সঙ্কীর্ণতা ফুলে ফেঁপে উঠছে।

সার্বিক পরিস্থিতির বিপরীত নয় এই ক্যাডার বা কর্মচারী সমাজের চিত্র। "পে-কমিশন" এর রিপোর্ট শীতঘুমে চলে গেছে, এর অস্তিত্ব বোঝা যায় আরও সময় বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, D.A অবলুপ্ত প্রায় একটি শব্দ, নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ। যেখানে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যেখানে স্বচ্ছতার প্রশ্ন উঠছে বারবার, আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে যা সমগ্র প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দিচ্ছে। একইভাবে ক্যাডার-এর সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়টি থাকছে উপেক্ষিত, মাঝে মাঝে তার চলন-গমন সংক্রান্ত খবর ছড়ায় কিন্তু কার্যকরী কিছু হয় না - এই নির্লিপ্ততা, এই উপেক্ষার শেষ দেখা যাচ্ছে না।

আর্থিক বঞ্চনার মধ্যেও নিষ্ঠার সাথে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করে চলেছেন সিংহভাগ কর্মচারী, আধিকারিক, কিন্তু বিপত্তি সেখানেও। স্বচ্ছতার সাথে কাজ করা বা দুর্নীতিকে রোধ করা আধিকারিক বা কর্মচারীদের কর্তব্য অথচ দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকদের কাছে বা কুশীলবদের কাছে তা সীমাহীন ঔদ্ধত্যের পরিচয় বলেই মনে হয়। তাই বেপরোয়া লুঠকে প্রতিহত করতে গেলে আক্রান্ত হতে হচ্ছে সে এই ক্যাডারের আধিকারিক হোন বা বি.ডি.ও হোন। আক্রমণ হচ্ছে, রক্ত ঝরছে, অথচ সেখানেও কিন্তু আশ্চর্যজনক নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন অপরাধ বা অপরাধী যদি পৃষ্ঠপোষকতা পায়, প্রশ্রয় পায় তখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক কালে জুনিয়র ডাক্তারের আক্রান্ত হওয়া সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। আর এই সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে ঘটনার বিরোধিতা না করে আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীর ধর্ম পরিচয় বিচার যা আরো ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছে সমাজ জীবনে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সুদূর প্রসারী প্রভাব এই রাজ্যের পক্ষে শুভ হবে না, হিংসা বা বিভাজন কোনো সমাজকেই প্রগতি বা উন্নয়নের দিশা দেয় না - তা সব কেড়ে নিয়ে ক্লেদ ফিরিয়ে দেয় - আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তা অতীতেও গ্রহণ করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না এই আশাবাদই রূপোলী রেখা।

এখন সময়

মনোরঞ্জন চৌধুরী

সময়কাল ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক নির্মম উপলব্ধির কথা তার 'আনুষ্ঠানিক সংগীত' মালার একটি গানের দশ লাইনে লিখলেন।

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' উঠে হাঁকি
গর্জনে মিশে পূজা মন্ত্রের স্বর
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুন বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।

এ গানের লেখার কাল থেকে আজ প্রায় ৮০ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু কি বেদনাদায়ক চক্র-বর্তিকা। কবিগুরুর সেই উপলব্ধি এবং আহ্বান দুইই আজ রূঢ়, নিদারুণ এবং কষ্টকর সত্য।

গত ৬ই জুন রাত্রে দূরদর্শন সংবাদ ভাষ্যে দেখলাম আমাদের প্রাক্তন অনুজ প্রতীম সহকর্মী কৌশিক ভট্টাচার্য (বর্তমানে বিডিও সন্দেশখালি-১ এ কর্মরত) নিজ দপ্তরে দায়িত্ব প্রতিপালন করা কালীন নিদারুণ ভাবে প্রহৃত হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা যায় তার অপরাধ তিনি সরকারি প্রকল্পের বরাদ্দ টাকার দুর্নীতি মূলক আত্মসাৎ করা প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা, আত্মসাৎকারীদের ফেরৎ দিতে বাধ্য করেছিলেন। একই ভাবে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় আমাদের এক আধিকারিক অনুরূপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে গিয়ে 'ডাম্পার' দিয়ে পিষে মেরে ফেলার হাত থেকে কোনক্রমে জীবন রক্ষা করেছেন। ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ কেউই আজ একদম নিরাপদে নেই। বোঝাই যাচ্ছে এখন আক্রমণ শুধু বদলী, সাস্পেনসন শো-কজ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক হিংস্রতায় সীমাবদ্ধ নেই, দৈহিক আক্রমণ যা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে, সেই পর্বে চলে যাচ্ছে। সবই হচ্ছে প্রতিবাদ ও প্রতিবাদীকে স্তব্ধ করতে। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার নির্মল আকাঙ্খাকে ধ্বংস করতে।

রাজনৈতিক পরিমন্ডলের ঘটনাবলী আমাদের বিচার্য-বিষয়সূচীতে থাকতে নেই। তা আমরা করিও না। কিন্তু

ঘটনাবলীর ফলাফল আমাদের নিত্যদিনের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে যখন প্রাসঙ্গিক হয়, তখন তাকে এড়িয়ে চলি কি ভাবে?

মথুরাপুর, আমডাঙ্গা, বারুইপুর, কাঁকিনাড়া, ভাটপাড়া, জগদ্দল, সন্দেশখালি যে দিকেই তাকাবেন এ যেন এখন এক মৃত্যু / খুন মিছিলের শিরোনাম। কোচবিহার থেকে সাগর আর পুরুলিয়া থেকে গোসাবা সর্বত্রই অশান্তি, সংঘাত আর মৃত্যু আতঙ্কের দিনলিপি। জনজীবন স্তব্ধ হয়ে আসছে। প্রতিদিন কাজে না গেলে বা হপ্তা' না পেলে যে জুটমিল অঞ্চলে অভাবী শ্রমিকের জীবন চলে না, প্রতিদিন শঙ্কায় ভোগে এই বুঝি লক্ আউটের নোটিশ ঝুলল, সেই শ্রমিক মহল্লায় এখন মালিকপক্ষ পুলিশকে সংগে নিয়ে মাইক বাজিয়ে বলছে কাজে আসুন, চটকল, কারখানা খোলা আছে, নির্ভয়ে কাজে যোগ দিন - পরিস্থিতির কি অনোন্যক পরিণতি।

এলাকা দখলে দুই শাসক দলের (!) মরিয়া হিংস্র প্রয়াসের মন্থনে উঠে আসছে ধর্মীয়, প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের তীব্র গরল। আর আমরা এই পরিসরেই আক্রান্ত হচ্ছি। জীবন-জীবিকার সব জ্বলন্ত প্রশ্ন পেছনে চলে যাচ্ছে।

জীবন-জীবিকার বস্তুগত মূল চাহিদাগুলি যা বিচার্য বিষয় হওয়ার কথা সদ্য সমাপ্ত সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক লড়াই-এ, সেখানেই তো ঐ সব প্রসঙ্গগুলি আশ্চর্য জনক ভাবে আড়ালে চলে গেল। কেন আড়ালে গেল, কি করে তা সম্ভব হল এ সব বিচার রাজনৈতিক নেতা, বিশ্লেষকরা করবেন। আমাদের কাছে কটুবাস্তব হ'ল নিজেদের বেঁচে বর্তে থাকার অমীমাংসিত কিন্তু জরুরী বিষয়গুলি নিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সোচ্চার হওয়ার পরিসর সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন শাসক দলের এই জয়কে চিহ্নিত করেছেন ক্ষমতালাভের জয় হিসাবে, কোন মতাদর্শের নয়। তার বিশদ ব্যাখ্যা তিনি 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্স' পত্রিকায় এক নিবন্ধে রেখেছেন। তিনি মতাদর্শ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন ভারতের বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতাদর্শ। ক্ষমতার মানদন্ডে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিছু পেয়েছে, কিন্তু মতাদর্শের সংগ্রাম পায়নি কিছুই। প্রজ্ঞাঠাকুর গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গড্সে কে দেশপ্রেমিক বলে বক্তৃতা করে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন। এ জয় ক্ষমতার মানদন্ডে, মতাদর্শ সংগ্রামে নয়।

নির্বাচনী প্রসংগের বিষয়ছিল - সরকারী কাজে লাল ফিতার ফাঁস হ্রাস করা, দুর্নীতি মুক্ত ভারত, সকলের কর্মসংস্থান, সুষম বন্টন ব্যবস্থা, সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাসস্থান এ সব জলন্ত প্রশ্নগুলির উপযুক্ত হিসাব-নিকাশ। ভয়াবহ বেকারী যা বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, হোঁচট খাওয়া অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি সব নিয়ে এক বেসামাল অবস্থা। তখন পরিবর্ত বিষয় হয়ে সামনে এল পুলোওয়ামা-বালাকোট কান্ডের আবহে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্বেগ, ভয় আর আতঙ্কের, সন্ত্রাসের ভয়। পাকিস্তান থেকে অন্তর্ঘাতের ভয়, ভারতের অভ্যন্তরে বৈরীশক্তির ভয়, প্রায় একতরফা মিডিয়া কভারেজ নিয়ে অত্যন্ত সুচারুরূপে দাপিয়ে বেরানো আতঙ্কবাদ ব্যবহার হলো দেশের মানুষের বস্তুগত মৌল চাহিদা গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে আড়াল করতে।

এখন কেন্দ্রে নতুন সরকার নতুন কথা দিয়ে কাজ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ নামে যে প্রশাসনিক কমিটি মারফৎ সরকার দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন সেখানে পূর্বে বিভিন্ন রাজ্য ভিত্তিক প্রকল্পে কেন্দ্রের বরাদ্দ যোজনা কমিশন স্থিরকৃত করত ৪০% এখন তা কমে এসে দাড়িয়েছে ২৫%। এই নীতি আয়োগ এর ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা ঘোষণা করলেন তার প্রথম কাজ হল আগামী ১০০ দিনের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন, ৪৬টি রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা হয় বন্ধ, নয়তো বেসরকারীকরণ; জমি ব্যাঙ্ক গঠন এবং শিল্প-কারখানার অব্যবহৃত জমি বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের হাতে মালিকানা স্বত্ব সহ প্রত্যার্পন ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করতেই হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্তিকরণ এবং পরবর্তী ধাপে তা বেসরকারী মালিকদের হাতে তুলে দিতে কাজ শুরু করেছে। আর সেই সংগে বেসরকারী মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শ্রম আইন সংশোধনের নামে অবাধ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব শূন্য শ্রম-মালিক সম্পর্ক। বর্তমানে ৪৪টি শ্রম আইন আছে যা তুলে দিয়ে ৪টি শ্রম কোড তৈরী করবে। এই কোডগুলি (ক) শ্রমিক মজুরী, (খ) শিল্প শ্রমিক সম্পর্ক,-(গ) সামাজিক সুরক্ষা ও (ঘ) শিল্প শ্রমিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত হবে। এই যাবতীয় প্রশ্নে শ্রমিকের ইতিমধ্যে অর্জিত ন্যায্য অধিকার গুলি ছাঁটাই হবে আর শিল্প মালিকদের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখতেই এই ব্যবস্থা চালু হবে। আসলে শ্রমজীবি মানুষ এর অধিকার রক্ষায় রাজপথের লড়াই বিরোধীতার সূত্রে যে প্রতিরোধ দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়াত তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েই এই পদক্ষেপ।

আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা নতুন সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, যা আগামী দিনে ভারতীয় জনতার ঐক্য, সংহতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অশনি সংকেত।

ত্রিভাষা সূত্র ধরে হিন্দিভাষাকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আবশ্যিক করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। যদিও দক্ষিণের কিছু রাজ্য এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে সোচ্চার প্রতিবাদের সামনে আপাতত তা মুলতুবি করেছে। তথাপি অনেক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে প্রথম এন.ডি.এ সরকারের আমলে সংবিধান সংশোধনের কথা উঠেছিল। সূত্র মারফৎ খবর ভাবনাটা আর.এস.এস-এর। মোদী নতুন মন্ত্রীদের নিয়ে ১৯ জুন সভা করেছেন One nation one election সুপারিশ নিয়ে এর সংগে জুড়ে আছে One nation, one election, One nation one language ভাবনা। হিন্দি ভাষাকে আবশ্যিক করার অপকৌশল ও উদ্যোগ শুরু হয়েছে। 'তিন তালাক' বিধিকে ফৌজদারী অপরাধ বলে যুক্ত করার জন্য বিল আনা, সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫ক ধারা, যা কাশ্মীর রাজ্য ভারতে অর্ন্তভূক্তি সর্তাবলীর অন্যতম হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃত তাকে বাতিলের উদ্যোগ। N.R.C (জাতীয় নাগরিক পঞ্জী) তৈরীর হুমকির আড়ালে ভাষিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের বিতাড়ন বা ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো, আবার একই সংগে নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনের মাধ্যম অমুসলিম বিদেশী নাগরিকদের এদেশের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্যোগ ধর্মীয় মেরুকরনের মাত্রাকে স্পষ্টতর করছে। উদ্বেগ আর আশংকা বাড়ছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবোধের জাতীয় চেতনায়।

যে সব উদ্যোগের জন্য সরকারের কাছে মানুষের আকাঙ্খা ছিল - সরকার বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থাপনার কথা ঘোষণা করবেন। ৪৬ টি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প কারখানা যার মধ্যে ৩৫টা লাভজনক শিল্প, তা বিক্রি না করে সেগুলি চালু রাখতে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার কথা বলবেন, ৯০ হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রী করে কোষাগারীয় ঘাটতি মেটানোর উদ্যোগ না নিয়ে ব্যাঙ্কের বিপুল অনাদায়ী ঋন আদায়ের ব্যবস্থা কি হল তা জানাবেন। মূল্যবৃদ্ধি রোধের উদ্যোগ, কৃষকের ন্যায্য ফসলের দাম, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রম-মজুরী ১৮০০০ টাকার স্বীকৃতি সরকারী মানদন্ড কার্যকর করা, ৬০০০ টাকার ন্যূনতম পেনশন ব্যবস্থা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য বাসস্থান, শিক্ষা নীতি প্রনয়নে কি ভূমিকা হবে তার রূপ রেখার সরকারী ঘোষণা রাখবেন। আকাঙ্খার মৃত্যুঘন্টা বাজছে। বস্তুজগতের সম্পর্কগুলি নিয়ে অসহায়তা বাড়ছে, অপরদিকে ধর্মীয় ও জাতি পরিচিতিতে ঐ অসহায়তার হাত থেকে নিস্তার পেতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অন্ধকার পথে পা বাড়াচ্ছে। বড় কঠিন এক বাস্তবতা। এখান থেকে জীবন জয়ের প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্টার সংগ্রাম এক কঠিন কাজ।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার যে প্রভাব ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল তা থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন লক্ষন নেই। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি তুরস্কে সর্বত্রই সাধারণ মানুষ বস্তুগত চাহিদা পূরণের সমস্যায় আক্রান্ত উদারবাদী অর্থনীতির হাত ধরেই যে সংকটের অবস্থান সে কথা স্ব স্ব দেশের শাসকশ্রেণী মানতে চায়না। সুযোগ নেয় চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী দলগুলি। সংকটের দায়ভাগ যে মূলত উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি প্রসূত সে কথা বেমালুম চাপা দিয়ে দেশে দেশে তুলে আনছে অভিবাসন বা শরনার্থী সমস্যা। গোটা পশ্চিমী দুনিয়ায় আজ দুটো ভাগ। বিদেশ থেকে আসা শরনার্থীদের তুমি পক্ষে না বিপক্ষে। মূল সমস্যা আড়ালে চলে গেল। ভারতবর্ষের সপ্তদশ নির্বাচন এবং তার ফলাফল কি তেমনি কোন অংকের হিসাবের ফলাফল?

রাজ্যে আমাদের বৃত্তিগত পরিসরে শুধু আক্রমণ বাড়ছে তাই নয় অনাদায়ী ন্যায্য দাবীর কথা বলতে গেলে 'সারমেয়'র চিৎকার বলে গালাগালি শুনতে হয়। পে-কমিশন আর কতদিন ঠান্ডা ঘরে থাকবে, ডি.এ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা কবে কাটবে কেউ জানে না। যেটা ভয়ের দিক তা' হল সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরতদের ন্যায্য দাবী পূরনকে সমাজের অন্য অংশের সুবিধা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে কর্মচারীদের সংগে সাধারণ জনগণের, ডাক্তারদের সংগে চিকিৎসা পেতে আসা রোগী ও তার পরিবার বর্গকে, আইনজীবিদের সংগে বিচার প্রার্থীদের, এমনই সর্বত্র একই খেটে খাওয়া মানুষের মুখোমুখি বিরোধী অবস্থানে নিয়ে যেতে চাইছে এবং শাসকবর্গ ও সরকার নিজ অপকর্ম ও ব্যর্থতাকে ঢাকতে চাইছেন। এ-কৌশল বড় ভয়ংকর ধূর্ততা। তাই সর্তকতা ও সচেতনতাও সর্বাংশে জরুরী।

এই কাহনের স্তবক দীর্ঘ। পূঞ্জীভূত ক্ষোভ বঞ্চনা, যন্ত্রনা বিদ্ধ জীবনের উপলব্ধ সত্য এখন প্রতিদিন নির্মমভাবে খুন হচ্ছে। কিন্তু এ পথেই কি শেষ হবে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা আর বাসস্থানের চাহিদা। মানুষ বেঁচে থাকবে শুধু জাত, ধর্ম, বর্ণ আর সম্প্রদায়ের নামাবলীতে গা ঢেকে। তা কখনই হবার নয়। মানুষ তার ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবেই। দাসত্বের

শৃঙ্খল ভাঙ্গাই তার কাজ। এটাই সত্য-বঞ্চনার আগল ভেঙে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য আর এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন।

পাঁচশত বছর পূর্বে নিকোলাস কোপারনিকাসের লেখা স্বর্গীয় গোলকের আবর্তন (De-revolutionibus orbium coelstium) গ্রন্থে প্রথম যে সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারনা তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে ২৬ বছর পর জিওর্দানো ব্রুনোর হাত ধরে। গোঁড়া পাদ্রীর দল ঈশ্বরের বিধান ভঙ্গকারী রূপে শাস্তি দিয়ে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। ডারউইনের বিবর্তন বাদের তত্ত্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি তত্ত্বের ভিত্তি মূলেই আঘাত হানে। তাকে মরতে হয়নি কিন্তু সারা জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হতে হয়েছে। মুক্তমনা সক্রেটিশ এথেন্সের শাসকদের দমনমূলক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন। ক্ষমতার অন্ধমোহে শাসককুল সক্রেটিস্‌কে বিষ পানে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। ইতিহাস বলে মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে থাকা স্পার্টাকাসকে এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, আমরাতো লড়েছি দুর্বলের হয়ে স্বাধীনতার জন্য, বঞ্চনার অবসানের জন্য তাও এই পরাজয় কেন? স্পার্টাকাস কি উত্তর দিয়েছিলেন জানা নেই। কিন্তু আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি গৌরবময় বীরগাথা হওয়ার পূর্বে বহুবার সত্যের পরাজয় ঘটে বা সত্যকে খুন হতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই এটাই সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের অনিবার্যতা। আমাদেরও সাবধান হতে হবে যেন বিকাশের এই অনিবার্যতার পথে বড় কোন ভুল না করি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সত্য আলোর চাইতেও দ্রুতগামী। আর আমরা জানি Truth is always greater than fiction.

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

বিগত ০২.০৩.২০১৯ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির মৌলালিস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুশ্ঠিত এই সভার কাজ পরিচালনা করেন কমিটির সভাপতি প্রণব দত্ত, অন্যতম সহ-সভাপতি গৌতম কুমার সাঁতরা নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সবাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সাম্প্রতিক কালপর্বে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রয়াতদের স্মরণে শোক-প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সভাস্থ সকলে প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার এ্যাজেন্ডা নোট-কে সামনে রেখে তাঁর প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা, বিগত কর্মসূচীর রিপোর্টিং, ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের অগ্রগতি, সংগঠন ও আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনার ভিত্তিতে আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেন। উপস্থিত ১৫টি জেলার প্রতিনিধি এবং ২ জন জেনাল সাংগঠনিক সম্পাদক সেই আলোচনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সভার সামনে রাখেন। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উত্থাপিত প্রসহগ ও কোষাধ্যক্ষের পেশকৃত আয়-ব্যয় তথ্যাদির উপর জেলা থেকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি। জবাবী ভাষণ অন্তে কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার আলোচনার নির্যাস ও গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নীচে বিবৃত করা হল —

- **বিগত কর্মসূচী ঃ**

ক) গত ১২.০১.২০১৯ তারিখে উঃ ২৪ পরগণা জেলার উদ্যোগে এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয় নৈহাটির লোহাঘাট পার্কে। পরিবার পরিজন সহ সমিতির সদস্য-সদস্যরা সেখানে অংশগ্রহণ করেন। শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা সুসম্পন্ন হয়।

খ) গত ১৬.০২.২০১৯ তারিখে পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে আদ্রায় এক বৃত্তিগত কর্মশালা সংগঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতিতে সেখানে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া সহ পার্শ্ববর্তী জেলার সদস্যবন্ধুসহ অন্যান্য একাধিক সংগঠনের সদস্য বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন বিশেষত CLR সংক্রান্ত কর্মশালায়।

গ) গত ১৭.০২.২০১৯ তারিখে শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলার উদ্যোগে যে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আহ্বায়ক জেলা ছাড়াও পাশ্ববর্তী জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উঃ দিনাজপুর জেলার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন নির্বাচন জনিত কার্যক্রমে সদস্য অনুগামীরা ব্যস্ত থাকা সত্বেও সমাবেশকে সফল করতে কার্যকারী ভূমিকা নেন।

ঘ) বিগত ২৩.০২.২০১৯ হাওড়া জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি ব্লকে অফিস খোলা থাকার জন্য সকল সদস্যরা আসতে না পারলেও ৬০ শতাংশের বেশী সদস্যাদের উপস্থিতিতে সভাটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর একাধিক সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।

- **সংগঠন ও আন্দোলন ঃ**

ক) **সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ ঃ** বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, - সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হল সদস্য। তাই সবার আগে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ প্রক্রিয়াকে গোটাতে হবে। এই মর্মে সমিতির কোনো স্তরেই কোনো শৈথিল্য দেখানো যাবে না। আগামী লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সদস্য পুনর্নবীকরণের কাজ যত দূর সম্ভব শেষ করতে হবে।

খ) **নতুন WBSLRS Gr-I প্রসঙ্গে ঃ** অতি সম্প্রতি, LMTC বহরমপুর থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে নতুন আধিকারিকরা বিভিন্ন জেলায় যোগদান করেছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে সমিতির অনুগামী করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজে আন্তরিকতা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ২০১৭ সালের গ্রুপ-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৯৪ জন আমাদের দপ্তরে চাকুরী পেয়েছেন, এদের সাথে কেন্দ্রীয় ভাবে যোগাযোগ শুরু হয়েছে জেলা নেতৃত্ব কর্মীরা এদের বাড়ী গিয়ে প্রাথমিক যোগাযোগের কাজ অবিলম্বে শুরু করুন। এ বিষয়ে অন্যতম সহ সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলীর সাথে যোগাযোগ করে পরিকল্পনা করুন।

গ) **মুখপত্র ঃ** নিয়মিত ব্যবধানে মুখপত্র প্রকাশে খামতি থাকলেও তা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমিতির মুখপত্র দ্রুত সদস্য বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তার সঙ্গে পত্রিকায় উত্থাপিত বিষয়গুলিকে আলোচনায় আনতে হবে যাতে বিভেদকামী শক্তির প্রচার ক্যাডারদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করতে পারে।

ঘ) **তহবিল ঃ** কেন্দ্রীয় কমিটির আজকের সভায় উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত সদস্যগণ তাদের নিজ জেলার তহবিলের অবস্থান এবং Bank A/c এর Operation সম্পর্কে জানাবেন।

- **Service প্রসঙ্গে ঃ**

বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার মূল্যায়নের নির্যাসকে মাথায় রেখেই বলতে হচ্ছে যে পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে নি।

- **ক্যাডার স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয় ঃ**

ক) **পদোন্নতি ঃ** ইতিমধ্যে ৬৮ জন WBSLRS Gr-I এর SRO-II হিসাবে পদোন্নতি সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৪৫ জনের পদোন্নতির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির আধিকারিকদের সার্ভে বিল্ডিং-এ নির্বাচনের কাজে যুক্ত করা হবে। বাকীদের ACR সংক্রান্ত সমস্যা মিটলে পদোন্নতি হবে।

SRO-II থেকে WBCS (Exe) পদোন্নতির ক্ষেত্রে ২৯ জনের নাম প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হয়ে PSC তে গেছে। যদিও শোনা যাচ্ছে যে বিভাগীয় পদ্ধতিগত ত্রুটির কারমে ফাইলটি ফেরত আসতে পারে। সেক্ষেত্রে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পদোন্নতি সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এ সময় কালে SRO-II থেকে SRO-I পদোন্নতি সংক্রান্ত File এ কোন অগ্রগতি হয় নি।

খ) **বদলী ঃ**-পদোন্নতির সাথে সাথে বদলী একটি সম্পর্কযুক্ত এবং সংবেদনশীল বিষয়। সাম্প্রতিক কালে LR Work সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে Purilia জেলাতে R.O. দের পাঠানো হয়, যাদের অধিকাংশই নিজ জেলায় ফেরার জন্য সময়সীমা অতিক্রম করে ছিলেন। এই বিষযটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য হিকল্প সম্পর্কে একাধিকার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোন অগ্রগতি হয় নি।

এছাড়া SRO-II দের Zone ভিত্তিক বদলীর বিষয়টিও RO থেকে SRO-II পদোন্নতি সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সমিতির মূল্যায়ন হল এ দুটি বিষয় পরিপূরক হয়ে উঠবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাম্প্রতিক কালে, কেন্দ্রীয় কমিটি লক্ষ্য করছে যে বিচ্ছিন্নভাবে একটি / দুটি বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হচ্ছে যা সামগ্রিকভাবে ক্যাডারদের ও অনুগামীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। এই ধরণের অগণতান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার Department এ দপ্তর হয়ে উঠছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিশেষভাবে নজর রাখছে।

গ) **নিয়োগ ঃ** অতি সম্প্রতি ৯ জন WBSLRC Gr-I এর নিয়োগের আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

আশুকরণীয় বিষয়ক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

ক) জেলা কমিটির/জোনাল কমিটির সভাগুলি নিয়মিত করতে হবে।

খ) কর্মশালা/মিলন মেলা আয়োজন করে সংগঠন নির্বিশেষে ক্যাডারদের আহ্বান করে তাদেরকে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে।

গ) ক্যাডারদের কাছে পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করতে হবে।

ঘ) জেলার সদস্যদের পুনর্নবীকরণ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত দায়িত্ব যাতে অনুগামীরা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করেন তা নিশ্চিত করতে হবে

চ) Serviceসংক্রান্ত বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারকে যথাযথ যুক্তির দ্বারা যাচাই করতে হবে।

ছ) Pay Commission এর রিপোর্ট প্রকাশ এবং তার রূপায়ন এর দাবীতে এবং ন্যায্য বকেয়া D.A. এর দাবীতে কর্মচারী সংগঠনের আন্দোলনকে সফল করার কার্যকরী উদ্যোগে সামিল হতে হবে।

সমিতিগত তৎপরতা

বিগত সময়কালে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের দাবীকে কেন্দ্র করে সমিতির পক্ষ থেকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে যে-সমস্ত স্মারকলিপি প্রেরিত হয়েছিল, তারই অনুসৃতিতে বিষয়টি কাঙ্খিত অগ্রগতি ঘটানোর দাবী জানিয়ে পুনরায় সমিতির পক্ষ থেকে বিভাগীয় প্রধান সচিব সমীপে একখানি পত্র প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের জ্ঞাতার্থে পত্রখানির বয়ান নীচে মুদ্রিত করা হল —

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL

Regd. No. : S/59306/88-89

MOULALI PLAZA, 4th Floor, 113/A, Acharya Jagadish Chandra Bose Road,

Kolkata-700 014

E-mail : gsallo1987@gmail.com

CENTRAL COMMITTEE

Memo. No. 6/ALLO/2019 Date : 24.06.2018

To

The Principal Secretary &

Land Reforms Commissioner,

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department,

Government of West Bengal.

Sub : Ingeminating our demad for constitution of State Level Service in L & LR and RR & R Department of West Bengal

Our Ref . Memo No. 12/ALLO/2018 dt. 5/7/18 (enclosed).

Sir,

Under the perspective of e-governance and computerization of Land Records, speedy disposal of cases, updating of records, safe guarding the state interest and to make the vested land litigation free, the deft hands and the quiescent potential of the departmental officers belonging to SRO-I, SRO-II and WBSLRS Gr-I cadres is absolutely necessary and can only be utilized by formation of a State level Service in the department.

The matured hands are drained to WBCS (Exe.) cadre in absence of any state level service in this department. Sometimes the opprobrium and qualms that are meted out hypostatlizes into vicissitude amongst the cadre who feel that the absence of state level service is the sole cause of the malady that is existing in the department.

However, our proposal is that the cadres belonging to SRO-I and SRO-II should be amalgamated into a singgle cadre Special Revenue Officer (SRO). The Revenue Officers (WBSLRS Gr-I) will be the only feeder cadre to SRO.

Very objectively, we have prepared the hierarchy vis-a-vis the posts without tampering the efficiency of the land and land reforms work.

The continuous flow of officers from SRO-II to WBCS (Exe.) cadre does not in any way help to increase the quality and general experience of the officers in the department. Apart from ISU, the experience is also needed in other wings e.g. Land Acquisition, Compensation, Thika Tenancy, Urban Land Ceiling, rentcontrol, Indo-Bangladesh-Bhutan Boundary, LR & TT and WBAT.

For the sake of optimal utilization of the skill and experience of the cadre as well for formation of full-fledged structure in the department, for a modern efficient administration the constitution of service is the call of the day.

The matter has also been raised to the Sixth Pay-Commission of the State.

Hence, the matter is placed again for active consideration and for the sake of Landreforms in the State.

Enclo : A referred above.

Yours faithfully,
CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

বদলী ঃ

বিগত সময়কালে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন ব্লকে LR ROR এর Final Publication প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে ৫২ জন R.O. -কে Deputation Posting দেওয়া হয়েছিল। সমিতি প্রথম থেকেই এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল। এই সম্পর্কে সমিতি তার অভিমত স্মারক নং ০৩/ALLO/২০১৯, তাং ০১/০২/২০১৯ মারফৎ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করে। অবশেষে সমিতির লাগাতার Persuation এর ফল শ্রুতিতে তাদের বদলীর আদেশনামা জারী করা সম্ভব হয়। পত্রখানি নীচে মুদ্রিত করা হল —

ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS', WEST BENGAL
CENTRAL COMMITTEE

Memo. No. 3/ALLO/2019 Date : 01.02.2019

To

The Director of Land Records & Surveys &
Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal,
Survey Building,
35, Gopal Nagar Road,
Kolkata- 700 027

Sub : **Transfer of Revenue Officers from the district of Purulia, West Bengal.**

Ref : Your Office Memo. No. 300/976/1(80)B-II/18 Dated. 10/12/2018.

Sir,

This is to bring to your kind attention that as per above order, several Revenue Officers from all over West Bengal were drafted to Purulia for completion of LR works in that district.

Most of the ROs, who were serving far from their home district and were on the verge of L transfer to their home when the order to Purulia was passed. At present the duration of their stay in Purulia is

about to expireby end of February as per the above order.

Hence, on behalf of our association, we urge to kindly order the existing eligible ROs to their respective home districts.

The requirement of ROs in Purulia district may be fulfilled by the incoming fresh WBSLRS Gr-1 (ROs).

Such circulation of ROs will ensure induction of fresh blood in Purulia to expedite the pending work, as well as relieve the existing ROs in Purulia to avail home facility for some time before their promotion to the cadre of SRO II.

This is for your kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,

CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary
Date : 01.02.2019

Memo. No. 3/1/ALLO/2019
Copy forwarded to :
The Principal Secretary&Land Reforms Commissioner, Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, Government of West Bengal, for his kind information.

CHANCHAL SAMAJDER
General Secretary

- সম্প্রতি ৪৭ জন R.O.-র, A-zone-এর জেলাগুলিতে First Posting হয়েছে। R.O.-দের বকেয়া Transfer-এর বিষয়টি নিয়ে লাগাতার Persuation জারী আছে।
- ইতিমধ্যেই ISU-তে SRO-II স্তরের আধিকারিকদের A এবং B Zone থেকে Transfer-এর সময়কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। সমিতি যথাসময়ে তা কর্তৃপক্ষের গোচরে এনেছে এবং সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছে। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র Inter Zonal Transfer দিতে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু সমিতির চাপের প্রভাবে বেশ কিছু Intra Zonal Transfer এর বিষয়েও সহমত পোষণ করেছেন। জেলাগুলির অভ্যন্তরেও Longest Staying BL & LRO-দের Transfer এর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সমিতির ন্যায্য দাবীর সঙ্গে একমত হয়েছেন।
- Departmental Policy মতো, SRO-I-দের Transfer-এর বিষয়টিও সমিতির বিবেচনায় রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে অতিদ্রুত এবিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষিতে নামতে সমিতি দায়বদ্ধ।

  অতি সম্প্রতি মালদা জেলার এক বরিষ্ঠ রাজস্ব আধিকারিককে অন্যায়ভাবে Transfer করা হয়েছে। সমিতি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে।

Promotion :

এই সময়কালে ৬০ জন আধিকারিক RO থেকে SRO-II পদে Promotion পেয়েছেন। যদিও তাঁদের Posting সংক্রান্ত আদেশ নামা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত SRO-II-দের Transfer এর আদেশ নামার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা প্রকাশিত হবে।

ভূমিদপ্তর সূত্রে খবর যে কয়েক জন SRO-II কে Director Office-এ Posting করানো হবে জেলাগুলির Online Mutation-এর কাজ তদারকির জন্য, যদিও এই সংক্রান্ত কোন আদেশনামা এখনো প্রকাশিত হয়নি।

SRO-II থেকে WBCS (Exe.) পদে Promotion-এর ফাইলে বিগত সময়কালে কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ❑

বৃত্তিগত প্রসঙ্গ

ভূমি সংস্কার আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী

Registered No. WB/SC-247 No. WB (Part-III)/2018/SAR-32

The Kolkata Gazette

सत्यमेव जयते

Extraordinary

Published by Authority

AGRAHAYANA 27] TUESDAY, DECEMBER 18, 2018 [SAKA 1940

PART III—Acts of the West Bengal Legislature.

GOVERNMENT OF WEST (BENGAL

LAW DEPARTMENT

Legislative

NOTIFICATION

No. 2233-L – 18th December, 2018 – The following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to, by the Governor, is hereby published for general information :–

West Bengal Act XXV of 2018

THE WEST BENGAL LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2018.

[Passed by the West Bengal Legislature.]

[Assent of the Governor was first published in the Kolkata Gazette. Extraordinary of the 18th December, 2018.

An Act to amend the West Bengal Land Reforms Act, 1955.

Where as it is expedient to amend the West Bengalland reforms Act, 1955, for the Purpose and in the manner hereinafter appearing : West Ben. Act, X of 1956

It is hereby enacted in the Sixty-minth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal as follows.

Short title and commencement 1. (1) This Act may be called the West Bengal Land Reforms (Amendment) Act., 2018.

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Act, 2018.
(Sections 2, 3.)

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new section after section 3A in West Ben. Act X of 1956.

2. In the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), after section 3A, the following section shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of August, 2015 :–

Special provisions in respect of any holder of land in acquired territory in West Bengal.

3B. (1) Not with standing anything contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force or in any agreement, custom or usage or in any decree, judgement, decision or award of any court, tribunal or authority, the right and interest of the tenants and under tenants. if any, of the acquired territory in West Bengal, shall, on and after coming into force of this section, vest in the State free from all encumbrances and any land acquired by way of transfer within the said acquired territory in West Bengal before corning into force of the Constitution (One Hundredth Amendment) Act, 2015, i.e. on or before the 1st day of August. 2015, shall stand vested in the State free from all encumbrances.

(2) Notwithstanding anything contrary contained in sub-section (I), an individual of the acquired territory in West Bengal, holding land in *khas* possession, shall, subject to other provisions of this Act, be entitled to retain as *a raivat* of the said land which together with the other lands, if any, held by him shall not exceed the ceiling area as mentioned in section 14M, unless such holding is void under any other law for the time being in force.

Explanation I – For the removal of doubts, the expression "acquired territory" means such territory in West Bengal as specified in Third Schedule to the Constitution of India

Explanation II. – For the removal of doubts, the expression "khas possession" shall include personal cultivation, mortgage, cultivation *by bargadar* and lease or licence of the plot of land of the acquired territory in West Bengal.'

Savings

3. Anything done or any action taken, or any notification or order issued, under the principal Act before coming into force of this Act and on or after the 1st day of August. 2015, shall be deemed to have been validly done or taken or issued under the principal Act, as amended by this Act, as it this Act was in force at all material point of time.

By order of the Governor,

SANDIP KUMAR RAY CHAUDHURI
Secy. to the Govt. of West Bengal.
Law Department.

'বাগান' সংক্রান্ত সাম্প্রতিক নির্দেশিকা

Government of West Bengal
Land & Land Reforms and R. R. & R Department
Land Policy Branch
Nabanna(6th Floor)
325, Sarat Chatterjee Road, P.O.-Shibpur, Howrah-711102

No.1585 (22)-LP/5M-16/18 Date : 28.05.2019

From : The Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To : The ADM & DLLRO, ...

P.O. ..... Distt. .....

Sub : Clarification on disposal of petition for change of mode of use of land from recorded classification 'Bagan' to other use.

Sir,

I am directed to refer to the above subject and to clarify for removal of doubts in disposal of application for change of mode of use of land in the RoR by the raiyat in following cases:

(i) **Land with recorded classification 'bagan' converted before 24/03/1986 :** Change in the mode of use of the land may be regularized by application of rule 166 of the West Bengal Land & Land Reforms Manual, 1991 and respective record of rights of the land may be corrected under section 51A(4) of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 by an officer specially empowered by the State Government under the said Act in case of finally published mouza and under appropriate section of the Act if the mouza is lying in any stage of record preparation subject to the,condition that the applicant raiyat has to establish the fact that such change of mode of use of land from the recorded classification was done prior to 24/03/1986 with substantial documentary evidence.

(ii) **Land with recorded classification 'bagan' converted without permission after 24/03/1986 but before 07/11/2017 :** These applications should be treated as post-facto conversion without permission and application for regularzation may be disposed of as per section 4C(6) of the WBLR Act, 1955 after receiving application in Form 1C or Form 1D prescribed under rule 5AA of

the West Bengal Land Reforms Rule, 1965, as the case may be, in the manner prescribed in this Department's Circular No.2222-LP Dated 21/06/2018 and on payment of such fee as prescribed in this Department's Notification No.2221-LP Dated 21/06/2018.

(iii) **Fresh application for conversion of land under section 4C of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 from recorded classification 'bagan' to other use :** Collector under section 4C of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 while issuing necessary certificate, where found fit for such conversion, should impose the condition- 'subject to approval of the Competent Authority under the West Bengal Trees (Protection and Conservation in Non-Forest Areas) Act, 2006.'

In cases where such application for conversion has already been disposed of by the Collector under section 4C by passing an order rejecting such application, the raiyat concerned shall have to apply afresh before the Appellate Authority under section 54 or in this Department under section 54(5) of the West Bengal Land Reforms Act, 1955.

Yours faithfully,

Sd/-
Deputy Secretary

No.1585/1-LP

Date : 28/05 2019

Copy forwarded for information and necessary action to the :

Director of Land Records & Surveys, West Bengal. 35, Gopalnagar Road, Alipore, Kolkata-27

Sd/-
Deputy Secretary

'কনভার্শন' সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সার্কুলার

Government of West Bengal
Land & Land Reforms and R. R. & R Department
Land Policy Branch
Nabanna(6th Floor)
325, Sarat Chatterjee Road, P.O.-Shibpur, Howrah-711102

No.877 (22)-LP/417/04-IS (Pt-V) Date : 12.03.2019

From : The Assistant Secretary to the Government of West Bengal

To : The ADM & DLLRO, ...
P.O. ..... Distt. .....

Sub : Clarification on post facto conversion of land not exceeding 0.03 acre of land falling within the local limit of any Municipal Corporation or Municipality and 0.08 acres of land falling not within the local limit of any Municipal Corporation or Municipality.

Sir,

I am directed to refer to the above subject and to state for removal of doubts that post facto conversion made before 07/11/2017 of land not exceeding 0.03 acre of land, other than any plot of land having water body of any description or size, falling within the local limit of any Municipal Corporation or Municipality and 0.08 acres of land other than any plot of land having water body of any description or size, falling not within the local limit of any Municipal Corporation or Municipality may be processed and disposed of under an application in form (1C) as prescribed in sub-rule (1) of rule 5AA of the West Bengal Land Reforms Rule, 1965 and on payment of fees in cases, considered eligible for regularistions as prescribed in sub-rule (6) of rule 5AA of the said rule as already directed in this Department's Circular No. 2222-LP dated 21/06/2018.

Yours faithfully,
Subrata Bhattacharya
Assistant Secretary

No. 1094-LP/417/04-IS (Pt.-V) Date : 29.03.2019

CORRIGENDUM

In this Department's letter No. 877 (22)-LP Dated 12/03/2019, the following words and figures :-
'as prescribed in sub-rule (6) of rule 5AA of the said rule', should be treated as omitted.

Sd/-
Assistant Secretary
to the Govt. of West Bengal

স্মরণ

গিরিশ কারনাড

(১৯৩৮-২০১৯)

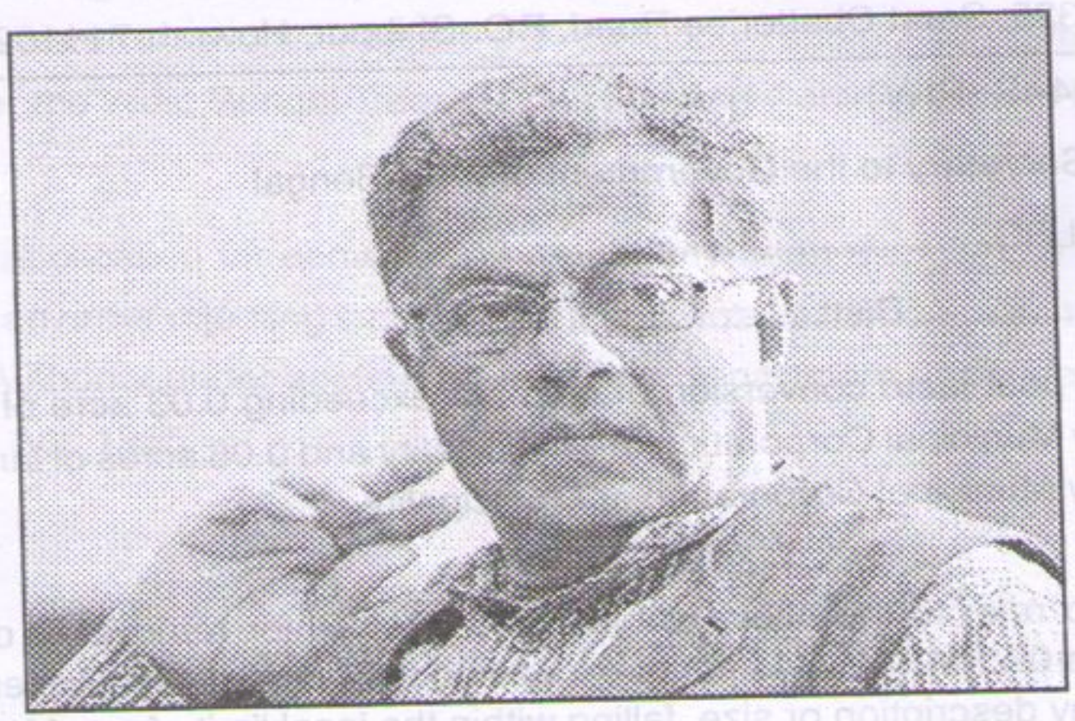

গত ১৩ই জুন প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশ কারনাড। যাঁদের কলমের জোরে উত্তর উপনিবেশিক ভারতে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় নাটকের নিজস্ব পরিচয় তাঁদের মধ্যে মোহন রাকেশ, ধরমবীর ভারতী, বিজয় তেন্ডুলকর, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। গিরিশ কারনাডের প্রয়াণের সঙ্গে বলা যায় একটা যুগের অবসান হল।

প্রয়াত গিরিশ কারনাড ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন নাট্যকার অভিনেতা ও পরিচালক। নাট্য জগতের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি শীল কর্মকান্ডের জন্য জ্ঞানপীঠ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী, সংগীত নাটক আকাদেমি, কালিদাস সম্মান সহ চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ১০টি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও প্রগতি চিন্তার শরিক গিরিশ কারনাড জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত ধর্মীয় মৌলবাদ, সামাজিক বৈষম্য ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

'যযাতি' 'মা নিষাদ', 'হয়বদন', নাগমন্ডল, 'টিপু সুলতান কান্ডে কানাসু', 'অগ্নিমাত্তু' সহ অসংখ্য সাড়া জাগানো নাটকের স্রষ্টা গিরিশ কারনাড তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বারবার সমসাময়িক সমাজকে আলোকিত করেছেন।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে বাংলা লোকসঙ্গীতের প্রসিদ্ধ শিল্পী **অমর পাল** (১৯২২-২০১৯)-এর; বাংলায় লোকসংগীতকে বিশেষত প্রভাতী সংগীত, ভাটিয়ালি গানকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। গান গেয়েছেন দেবকী কুমার বসু, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রেও। 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে তাঁর কণ্ঠে 'কতই রঙ্গদেখি দুনিয়ায়' গানটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারত সরকারের 'সংগীত নাটক, এ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সংগীত মহাসম্মান' সহ দেশ-বিদেশের নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন প্রবাদপ্রতিম এই লোকসংগীত শিল্পী।

সংগীত তথা অভিনয় জগতের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব **রুমা গুহঠাকুরতা** (১৯৩৬-২০১৯) সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অভিযান', 'গণশত্রু' সহ 'পলাতক', '৮০-তে আসিওনা', 'দাদার কীর্তি', প্রভৃতি ছায়াছবিতে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। বেশ কিছু ছবিতে তিনি প্লে-ব্যাক শিল্পী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত গানের দল 'কলকাতা ইয়ুথ কয়্যার'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রুমা গুহঠাকুরতার গণসংগীতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন উনিশ শতকের সমাজ, সাহিত্যের গবেষক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক **অলোক রায়** (১৯৩৬-২০১৯)-এর; তাঁর সম্পাদিত 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি স্টাডিজ' ও 'কাউন্টার পয়েন্ট' গ্রন্থটিকে উনিশ শতকীয় গবেষণাক্ষেত্রে আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। সাম্পতিককালে প্রকাশিত এবম্বিধ অভিজ্ঞার ফসল 'উনিশ শতকে নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান' তাঁর আর একটি স্মরণীয় কীর্তি।

গত ২১শে মে, ২০১৯ তারিখে জীবনাবসান ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান আশ্রিত সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ রূপে গণ্য **অদ্রীশ বর্ধন** (১৯৩২-২০১৯)-এর; বাংলায় 'সায়েন্স ফিকশন' শব্দটির যুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটির প্রবর্তক অদ্রীশবাবু নিজেই। ১৯৬৭-র জানুয়ারিতে 'আকাশ সেন' ছদ্মনামে অদ্রীশ বর্ধন প্রকাশ করেন ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'আশ্চর্য' যার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সত্যজিৎ রায়। জুল ভের্ন, এডগার অ্যালান পো প্রমুখ লেখকের কল্পবিশ্বকে তিনি স্বচ্ছন্দ অনুবাদের মাধ্যমে আপামর বাঙালির কাছে পৌঁছে দিয়েচিলেন। এরই পাশাপাশি 'আশ্চর্য', 'ফ্যান্টাসটিক'-এর মতো কল্পবিজ্ঞানমূলক পত্রিকা সম্পাদনাতেও তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে —

- বিশিষ্ট পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী — **দেবকুমার বসু**
- প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রখ্যাত চিকিৎসক — **আবুল হাসনাত**
- প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও তিন দফায় গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী — **মনোহর পরীকর**
- বাংলা চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা — **চিন্ময় রায়**
- দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী — **সিডনি ব্রেনার**
- হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী — **ডরিস ডে**
- বলিউডের বর্ষীয়ান অ্যাকশন কোরিওগ্রাফার, প্রযোজক ও পরিচালক — **বীরু দেবগণ**
- বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী 'কোয়ার্ক' কণার আবিষ্কর্তা — **মারে গেল ম্যান**
- পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণ জগতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব — **অমূল্য সেন**
- বিশিষ্ট পর্বতারোহী — **দীপঙ্কর ঘোষ**
- প্রখ্যাত ক্রিকেটার — **শ্যামসুন্দর মিত্র**
- প্রতিথযশা সমাজবিজ্ঞানী — **মার্তে হোর্নেকার**
- অগ্রণী বামপন্থী রাজনীতিবিদ — **সন্তোষ রাণা** সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী ব্যক্তিবর্গের।
- উড়িষ্যার ঘূর্ণিঝড় 'ফণি' সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার বলি হয়ে, দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপে এই কালপর্বে বহু মানুষ অকালপ্রয়াত হয়েছেন। নির্বাচন ও পরবর্তী হিংসার বলি হয়ে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।